যুগান্তর

তারিখ 26 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দ হচ্ছে ৩০১ কোটি টাকা

মুশতাক আহমেদ

আগামী অর্থবছরের বাজেটে দেশের ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩০১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের চেয়ে এর পরিমাণ চার কোটি টাকা বেশি। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আর্থিক বছরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সর্বমোট ৩৮৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা সরকারের কাছে চেয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'আপেক্স বডি' হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আর্থিক বছরের উপরোক্ত চাহিদার কথা জানায়। কিন্তু কমিশন মোট চাহিদা থেকে প্রায় ৩৪ কোটি টাকা কমিয়ে সরকারের কাছে ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ চায়। সরকার এর থেকেও ৪৯ কোটি টাকা কমিয়ে উপরোক্ত টাকা বরাদ্দ দিচ্ছে। দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে যেসব বাধা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রয়োজনের তুলনায় কম সরকারি বরাদ্দ অন্যতম একটি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির জন্য সরকারি অনুদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কম বরাদ্দের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েও তা বাস্তবায়ন

বাজেট : পৃষ্ঠা ১ : কলাম ৮

রয়েছে।

বাজেট : বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করতে পারছে না। ইউজিসি'র সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা উল্লেখ করে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ অত্যন্ত কম হচ্ছে বলে কমিশনের একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

জানা যায়, আগামী অর্থবছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯৩ কোটি ৬৬ লাখ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৬৮ কোটি ৭৮ লাখ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৪২ কোটি ৯৯ লাখ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৩১ কোটি ৯২ লাখ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫২ কোটি ১৬ লাখ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ কোটি ৮৫ লাখ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪ কোটি, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১০ কোটি, বুয়েট ৩১ কোটি ৬ লাখ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। নতুন ১০টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের বিষয়টি সম্পর্কে মঞ্জুরি কমিশন কিছু জানাতে পারেনি।

এ ব্যাপারে কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, সরকার উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে আন্তরিক। এজন্য আগামী অর্থবছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিরূপণের জন্য একটি কমিটিও করেছে। আর্থিক শৃংখলার জন্য 'অভিন্ন নিয়ম' চালুর অপেক্ষায় রয়েছে।